**নেশা সর্বনেশা**

অলোক মুখোপাধ্যায়

মেট্রো স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছেলেটা চোখ বুজে মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত ঝাঁকিয়ে চলেছে। আমি ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই একবার চোখ মেলে আমায় দেখল, তারপর আবার চোখ বন্ধ। কোনও হেলদোল নেই। ট্রেন আসতেই ছেলেটা কামরার ভেতরে ঢুকল, কিন্তু শরীরী নৃত্যের বিরাম নেই। পথেঘাটে মোবাইলের জ্যাক কানে গুঁজে গান অথবা বাজনা, ঘোল থেকে ষাট সব সমান। কিন্তু ছেলেটার কানে কোনও জ্যাক নেই, অথচ শরীর ঝাঁকিয়েই চলেছে।

আমি ওর কানের কাছে গিয়ে বললাম– তোমার উত্তেজনার রসদ কী জানতে পারি?

এক পরগ চোখ খুলে সপাট জবাব – ডি এন ডি।

–মানে?

–ডোনট ডিসটার্ব।

–সরি, কিন্তু বড্ড জানতে ইচ্ছে করছে।

–অভ্যেস।

–কীসের?

–মোবাইলের মিউজিকের সাথে নাচা।

–কিন্তু তোমার মোবাইল কোথায়। দেখছি না তো!

–নেই, অজ সকালে মাম্মি কেড়ে নিয়েছে।

–তাহলে নাচ করছো কেমন করে।

–বললাম না অভ্যেস।

–কী সাংঘাতিক! এ তো পাগলামি।

–সো হোয়াট! এখন সবাই পাগল

–তার মানে!

–মানে ভেরি সিম্পি্ল। ইন্টারনেট ঘাঁটাঘাঁটি করেন?

–একটু আধটু

–নেটে রিয়ালিটি গেম সার্চ করুন। মাউস ক্লিক করলেই পেয়ে যাবেন পছন্দের সঙ্গিনী। এরপর খেলতে থাকুন। এই খেলায় কোনও রকম রিস্ক নেই। তবে একনাগাড়ে খেললে নেশা হয়ে যাবে। তখন আপনিও পাগল হয়ে যাবেন। কোনও অপশন নেই।